অব্রামের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি

আদিপুস্তক ১৫.৭-২১ পদ

মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কে চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাইবেলে এই ধরণের একাধিক চুক্তি আমাদের চোখে পড়ে। শাস্ত্র পরিষ্কারভাবে ঐশ্বরিক চুক্তির তাৎপর্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ঈশ্বর বারংবার বিশেষ ব্যক্তিদের সঙ্গে চুক্তির সম্পর্কে উপনীত হয়েছেন। বাইবেল নোহের সঙ্গে (আদি ৬.১৮), অব্রাহামের সঙ্গে (আদি ১৫.১৮), ইস্রায়েলের সঙ্গে (যাত্রা ২৪.৮), এবং দায়ূদের সঙ্গে (গীত ৮৯.৩) ঐশ্বরিক চুক্তিকে স্পষ্ঠ ভাষায় বর্ণনা করে। ইস্রায়েলের ভাববাদীরা ***"নতুন"***চুক্তির (যিরমিয় ৩১.৩১) দিনের আশা করেছেন, এবং খ্রীস্ট স্বয়ং শেষ ভোজকে (লুক ২২.২০) চুক্তির ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বাইবেলে উল্লেখিত চুক্তিকে এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, **"ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা সম্পাদিত রক্তের বন্ধনী বা মুচলেকা"** *(bond in blood sovereignly administered)*। যখন ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে চুক্তির সম্পর্কে প্রবেশ করেন, তিনি সার্বভৌমভাবে জীবন-এবং-মৃত্যুর একটি বন্ধনী *(bond)* প্রবর্তন করেন। তাই, এই চুক্তি হল রক্তের বন্ধনী বা জীবন-মৃত্যুর বন্ধনী, যা ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা স্থাপন করেন।

আদিপুস্তক ১৫ অধ্যায় অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। ৭ পদে, ঈশ্বর অব্রামের কাছে কনান দেশের অধিকার সম্বন্ধে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করেছেন, ***"এই দেশ দেবার জন্য আমি তোমাকে কল্‌দীয় দেশের ঊর থেকে বের করে এনেছি, সেই সদাপ্রভু আমি।"*** ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে অব্রাম ঈশ্বরকে বললেন, ***"হে প্রভু সদাপ্রভু, আমি যে এই দেশের অধিকারী হব, তা কিসে জানব?"***এর দ্বারা অব্রাম বলতে চেয়েছেন, *"আমি এখানে এসেছি ইতিমধ্যে ১০ বৎসর হয়ে গেছে। আমি তোমার কথা মত (আদি ১৩.১৭) এই দেশের দীর্ঘপ্রস্থে ঘুরেছি। আমি এর অনেক জায়গাই পছন্দ করেছি, কিন্তু এর এক খণ্ড জমি এখনও আমার অধিকার হয়নি। প্রভু, আমি তোমার প্রতিজ্ঞাত এই দেশ কীভাবে অধিকার করব?"* এর দ্বারা ঈশ্বর-দত্ত প্রতিজ্ঞা লাভ কারার জন্য অব্রামের গভীর ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। ***"তা কিসে জানিব?"*** এই কথার দ্বারা অব্রাম ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি অবিশ্বাস প্রদর্শণ করেননি। পরিবর্তে, এই কথার দ্বারা অব্রাম ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় কেবল বিশ্বাস করা নয়, তা জানতে চেয়েছেন। ঈশ্বর কীভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন, তা অব্রাম ঈশ্বরের কাছ থেকে জানতে চায়। যার অর্থ, অব্রাম দৃঢ় নিশ্চয়তা পেতে চাইছে।

এই অধ্যায়ের শুরুতেও (১-৬ পদে) আমরা দেখেছি, মহাজাতি উৎপন্ন হওয়া (১২.১-৩) বা ধূলি এবং তারাদের ন্যায় বংশবৃদ্ধি (১৩.১৬; ১৫.৫) সম্বন্ধে ঈশ্বর অব্রামের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, অব্রাম তা অবশ্যই বিশ্বাস করেছেন; কিন্তু ঈশ্বর সেই প্রতিজ্ঞা কীভাবে বাস্তবায়িত করবেন, সে বিষয়ে অব্রাম ঈশ্বরের কাছে জানতে চেয়েছিন। অব্রামের সময়ে সেই দেশের সংস্কৃতি অনুসারে, নিঃসন্তান পিতা-মাতারা তাদের গৃহের একজন দাসকে *"দত্তক"* পুত্র হিসাবে গ্রহণ করতে পারতেন। পরবর্তীকালে, এই "দত্তক" পুত্রই সেই নিঃসন্তান পিতা-মাতার আইনত উত্তরাধিকারী হত। তাই, অব্রাম ঈশ্বরের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, এই পদ্ধতির দ্বারাই (দম্মেশকের ইলীয়েষরের মাধ্যমে) কি ঈশ্বর নিঃসন্তান অব্রামের জীবনে *"মহাজাতির পিতা হবার"* প্রতিজ্ঞা পালন করবেন (২, ৩ পদ)? তখন ঈশ্বর স্পষ্ঠ ভাষায় তাঁর সার্বভৌম ইচ্ছার কথা অব্রামকে জানিয়েছিলেন, ***"দম্মেশকের ইলীয়েষর তোমার উত্তরাধিকারী হবে না, কিন্তু যে তোমার ঔরসে জন্মিবে, সেই তোমার উত্তরাধিকারী হবে"***(৪ পদ)।

ঠিক একইভাবে, এখানে অব্রাম ঈশ্বর-দত্ত দেশের অধিকারকে বিশ্বাস করেছে; কিন্তু সেই বিশ্বাসে দৃঢ় নিশ্চয়তা পাবার জন্য, অব্রাম ঈশ্বরের কাছে জানতে চাইছেন, ঈশ্বর কীভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে সেই প্রতিজ্ঞা পালন করবেন?

ঈশ্বর তাঁর মহানুগ্রহে অব্রামের এই ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞার বাক্যকে অব্রামের কাছে নিশ্চিত

আকারে তুলে ধরতে একটি চুক্তি-বন্ধনীকে *(covenant-bond)* বলবৎ করলেন। ঈশ্বর অব্রামকে ৩ বৎসরের ৩টি পশু (গাভী, ছাগী, মেষ) এবং ২টি পাখি (ঘুঘু, কপোত) আনতে আজ্ঞা করলেন। ঐ সমস্ত পশু-পাখী এনে কী করতে হবে, তা অব্রাম ভালো করে জানেন; তাই, তাঁকে সে বিষয়ে বিশদ ব্যখ্যা দেওয়া হয়নি। কারণ, সেইসময় দুই-পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদিত হলে, তা একটি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধিত হত। যখন দুই-পক্ষ চুক্তির শর্তে রাজী হত, তখন তারা এই অনুষ্ঠান পালন করত। ঐ পশুদের দু-টুকরো করে উভয়পক্ষ সেই পশুদের টুকরোদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেত। এর দ্বারা তারা অঙ্গীকার করত যে, তাদের দু-জনের মধ্যে কেউ যদি সেই চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে, তাহলে তার পরিণতি ঐ দু-টুকরো করা পশুর মত হবে। অর্থাৎ, সেই চুক্তিকে লঙ্ঘন করা মৃত্যুর সমান ছিল। সেই প্রচলিত রীতিকে অনুসরণ করে, অব্রাম পশুদের দু-টুকরো করে এক এক খণ্ডের আগে অন্য অন্য খণ্ড মাটিতে রাখলেন। পাখিদের বধ করলেও, দু-টুকরো করলেন না (১০ পদ)।

এমন সময় দেখা গেল, হিংস্র পাখিরা (শকুন) সেই মরা পশুদের খেতে এল। তখন অব্রাম তাদের তাড়িয়ে দিল (১১ পদ)। উল্লেখ্য, ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় অব্রামের সঙ্গে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চলেছেন; চুক্তির এই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে অব্রামের কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। অব্রাম কেবল এই চুক্তিতে বাধা দিতে পারে, এমন বিষয়কে দূর করে দিচ্ছেন।

এরপর, সূর্যাস্তের সময় ঈশ্বর অব্রামকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করলেন এবং অব্রাহামের প্রশ্নের (কীসে জানব?) উত্তর দিলেন। দেশের অধিকারী হবার প্রতিজ্ঞা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, ঈশ্বর তা অব্রামের কাছে প্রকাশ করলেন। এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতায় বিলম্ব হলেও, অব্রামের আশাহত হবার কোন প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর অব্রামকে বললেন, যে এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা অব্রামের জীবনে নয়, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারীদের জীবনে পূর্ণ হবে। ঈশ্বর আরও বললেন যে, অব্রামের বংশধররা ৪০০ বছরের জন্য পরদেশে দাস্যকর্ম করবে। কিন্তু ঐ সময় অতিক্রান্ত হলে, তারা যথেষ্ট সম্পত্তি নিয়ে সেই দাসত্বের দেশ থেকে উদ্ধার পাবে ও প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করবে (১৩, ১৪ পদ)। (এই ভবিষ্যতবাণীর পূর্ণতা ইস্রায়েল জাতির জীবনে পূর্ণ হয়েছিল, তারা ৪৩০ বৎসর মিশরে দাস্যকর্ম করেছিল, যাত্রা ১২.৪০)।

এখন, দেশের অধিকারী হতে অব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের কেন এত বৎসর অপেক্ষা করতে হবে? ১৬ পদে, এই প্রশ্নের উত্তরে পাপী মানুষের প্রতি ঈশ্বরের দয়া বা করুণাকে নির্দেশ করা হয়েছে, ***"কারণ ইমোরীয়দের অপরাধ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।"*** সেখানে (কনান দেশে) এখন ইমোরীয়রা বাস করে, তারা অব্রামের বন্ধু (আদি ১৪.১৩)। এখন ঈশ্বর বিনাকারণে ইমোরীয়দের উচ্ছেদ করে অব্রাম বা তাঁর বংশধরদের এই দেশ দিতে পারেন না। তাই, অব্রামের প্রতি দেশ-সংক্রান্ত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা লাভের জন্য ৪০০ বৎসরের অপেক্ষা প্রয়োজন, যখন ইমোরীয়দের অপরাধ এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যে ঈশ্বর তাদের উচ্ছেদ করতে বাধ্য হবেন। ইতিহাস আমাদের কাছে সাক্ষ্য দেয় যে, পরবর্তী পর্যায়ে ইমোরীয়দের দুষ্টতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল, তারা প্রতীমা পূজা ও জঘন্য জীবন-যাত্রায় মত্ত হয়েছিল। ৪০০ বৎসরের অপেক্ষাও তাদের পরিবর্তিত করেনি। শালেমের রাজা মল্কীষেদকের ন্যায় পরাৎপর ঈশ্বরের যাজকের উপস্থিতি তাদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, তাদের পরিবর্তন ঘটেনি; পরিবর্তে তারা ঈশ্বরের দূতদের প্রতি জঘন্য আচরণ করতেও দ্বিধা করেনি (আদি ১৯.৫)।

এই ভবিষ্যতবাণী উচ্চারণ করার পর, ধূমযুক্ত চুলা ও অগ্নিময় উল্কা ঐ পশুদের দু-টুকরোর মধ্যে দিয়ে চলে গেল (১৭ পদ)। মোশির কাছে ঈশ্বর জলন্ত ঝোপে আগুনের মাধ্যমে (যাত্রা ৩.২, ৩); ইস্রায়েল জাতির কাছে ধোঁয়া ও আগুনের দ্বারা (যাত্রা ১৯.১৮) এবং রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভের দ্বারা (যাত্রা ১৩.২১) ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। তাই, এখানেও ধূয়া ও আগুনের প্রতীকের মাধ্যমে সেই দু-টুকরো করা পশুদের মাঝখান দিয়ে স্বয়ং ঈশ্বর হেঁটে গেলেন। কিন্তু তিনি কেন এমন কাজ করলেন? এর উত্তর আমরা ১৮ পদে পাই, ***"সেই দিন সদাপ্রভু অব্রামের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করলেন।"***

পশুদের দু-টুকরো করে এবং তাদের মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়ে চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীরা তাদের জীবনকে জামানত

(pledge) রাখার বিষয়কে প্রকাশ করত। অর্থাৎ, চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করার প্রতিফল হিসাবে নিজের ক্ষতিসাধন *(self-maledictory)* করতে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হত। এই পদ্ধতি ইস্রায়েলের মধ্যে দীর্ঘকাল পালন করা হয়েছিল। যিরমিয় ভাববাদীর সময়ও এই পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে (যিরমিয় ৩৪.১৭-২০) চুক্তি-লঙ্ঘনকারী প্রজাদের প্রতি ঈশ্বরের শাস্তি ঘোষিত হয়েছে।

অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তিতে, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নিজেকে তাঁর সৃষ্ট মানুষের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক রক্তের-চুক্তিতে আবদ্ধ করেছেন। অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞাত বাক্যের পূর্ণতার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজে অঙ্গীকার করলেন। ঈশ্বরের এই অঙ্গীকারের দ্বারা দেশের অধিকার সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় অব্রাম নিশ্চয়তা লাভ করল। অর্থাৎ, অব্রামের কাছে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন ও সেই প্রতিজ্ঞাকে নিজের ক্ষতিসাধনকারী শপথের *(oath)* দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করেছেন।

এখন, একটা বিষয় আমাদের অবাক করে। সেই সময়কার চুক্তির বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক সম্পাদনের সময় চুক্তির উভয় পক্ষকেই পশুদের টুকরোদের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হত। কিন্তু অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তিতে আমরা কেবল ঈশ্বরকে হাঁটতে দেখলাম। অব্রাম হাঁটেনি। এর থেকে পরিষ্কার যে, এই চুক্তির শপথ কেবল ঈশ্বর গ্রহণ করেছেন, অব্রামকে গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। কারণ, এই চুক্তিতে যদি অব্রামও (তথা মানুষ) শপথ নিত, তাহলে মানুষের ব্যর্থতায় এই চুক্তি খুব শীঘ্র লঙ্ঘিত হতে পারত। এবং চুক্তি লঙ্ঘনের শাস্তি হিসাবে সমস্ত মানুষকে মরতে হত। তাহলে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হতে পারত না। তাই, এই চুক্তিতে মানুষকে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি, তারা তাদের অবাধ্যতার দ্বারা এই চুক্তিকে ভাঙ্গতে পারে না। অর্থাৎ, যদিও এই চুক্তি ঈশ্বর ও অব্রাহামের মধ্যে;তথাপি এই চুক্তির শর্ত নির্বাচনে যেমন অব্রামের কোন ক্ষমতা নেই, একইভাবে এই চুক্তি ভাঙ্গবারও অব্রামের কোন ক্ষমতা নেই। এই চুক্তির উপর ঈশ্বরের সার্বভৌম অধিকার বর্তমান। তিনি জোড় করে মানুষের উপর এই চুক্তি চাপিয়ে দিতে পারতেন, মানুষকে এই চুক্তি জানাবারও তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু তিনি তা করেননি। পরিবর্তে, নিজের-ক্ষতিসাধনকারী শপথের দ্বারা এই চুক্তির পূর্ণতা আনয়নে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন ও সেই অঙ্গীকারের কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। এই কাজের দ্বারা এই চুক্তির প্রতিটি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার দায়িত্ব ঈশ্বর নিজে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে এই চুক্তিতে অব্রামের কোন দায়িত্বই নেই। কারণ, ইতিমধ্যেই অব্রামকে পৈত্রিক বাটি ত্যাগ করতে হয়েছে (আদি ১২.১-৩)। পরে এই চুক্তির চিহ্ন হিসাবে অব্রাহামকে তাঁর পুরুষ সন্তানদের ত্বকচ্ছেদ করতে হবে (১৭.১, ১৪)। কিন্তু এই চুক্তির আনুষ্ঠানিক সম্পাদনে তাঁর দয়ায় কেবল ঈশ্বর নিজে এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

অব্রামের প্রশ্ন ছিল, ***"আমি তা কীসে জানব? আমি কীসে তার নিশ্চয়তা পাব?"*** এই চুক্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দ্বারা ঈশ্বরের উত্তর, *"আমি প্রতিজ্ঞা করছি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হিসাবে আমি অঙ্গীকার করছি যে, মৃত্যুর প্রয়োজন হলেও, আমি এই চুক্তির প্রতিজ্ঞাসকল পূর্ণ করব।"*

যীশু খ্রীস্টে ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন। এই চুক্তির অভিশাপের বলি হিসাবে খ্রীস্ট নিজের শরীর ও রক্তকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর দেহকে ছিন্ন হতে হয়েছিল, যেন অব্রামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়। তাই, তিনি নিজেকে আমাদের কাছে উৎসর্গ করে বলছেন, *"নাও, খাও, এ আমার শরীর। . . . তোমরা সকলে এ থেকে পান কর। কারণ, এ আমার রক্ত, নতুন চুক্তির রক্ত, যা অনেকের জন্য, পাপমোচনের জন্য, পাতিত হয়"* (মথি ২৬.২৬-২৯)।